ফোনকার্ড বনাম grameencall

আনিসুর রহমান

ছোট বেলায় যখন প্রথম টেলিফোন নামক যন্ত্রটির সাথে পরিচয় হয় তখন তার নাম্বারে সংখ্যা ছিল মাত্র চারটি। আমার ডায়াল করা প্রথম নাম্বারটি এখনো মনে আছে, 2509. এটা ষাট দশকের রাজশাহী শহরের নাম্বার। দিনে দিনে টেলিফোন নাম্বারের দৈর্ঘ বেড়েছে। ৮৬ সালে দেশ ছেড়ে আসার পর রাজশাহীর সেই ছোট্ট নাম্বারটি এক লাফে বড় হয়ে দাঁড়াল ১৬ সংখ্যায়ঃ 0011 880 721 77 2509. সেটা আবার ডায়াল ফোনের যুগ। না যেত লাইন পাওয়া না ছিল রি-ডায়াল বাটন। নাম্বার ঘুরাতে ঘুরাতে আঙ্গুল ব্যাথা হয়ে যেতো! টাচ ফোন আসার পর একটু সুবিধা হয়েছিল। বোতাম টিপে টিপে ফোন করা যায়। লাইন না পেলে রি-ডায়াল চাপলেই হলো।

এর পর এল ফোন কার্ডের যুগ। দেশে ফোন করার খরচ কমলো ঠিকই কিন্তু নাম্বারের সাথে যুক্ত হলো আরো ১৬টি সংখ্যা, স্থানীয় এ্যাক্সেস নাম্বার এবং পিন নাম্বার। অর্থাৎ রাজশাহীর ঐ চার ডিজিটের ফোন নাম্বারটি কার্ড ফোন থেকে ডায়াল করতে এখন আমাকে চাপতে হয় মোট ৩২ টি নাম্বারঃ 9123 4567 33451267 0011 880 721 77 2509. এটা কি উন্নতি না আবনতির লক্ষন! আগামী দশ বছরে এ নাম্বার কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভেবে খুব চিন্তায় ছিলাম। তবে সম্প্রতি গ্রামীণ কল নামে একটি প্রতিষ্ঠান এ সমস্যার একটা চমৎকার সমাধান উদ্ভাবন করেছে। ফলে টেলিফোন নাম্বারে ডিজিটের সংখ্যা ৩২ থেকে কমে নেমে এসেছে ৯ য়ে। ওদের একটা ওয়েব সাইট আছে, grameencall.com.au সেখানে একাউন্ট খুলে আপনার নিজের ফোন নাম্বার, পিন নাম্বার এবং দেশে সাধারণতঃ যাদের আপনি ফোন করেন তাদের নাম্বার ১, ২, ৩ করে সেভ করে রাখার ব্যবস্থা আছে। দেশে ফোন করার সময় শুধু এক্সেস নাম্বার আর সেভ করে রাখা ফোন নাম্বারের ক্রমিক সংখ্যা, অর্থাৎ মোট ৯ টা ডিজিট চাপলেই আপনি দেশে কথা বলতে পারবেন। গ্রামীণ কল এর ভাষায় এ সুবিধাটির নাম speed dial.

Speed dial ছাড়াও গ্রামীণ কল এর বেশ কিছু সুবিধা আমার এত ভাল লেগেছে যে মনে হলো এর ওপর কিছু লিখি। প্রথমতঃ এখানে ফোন কার্ড কেনার ঝামেলা নেই। গ্রামীণ কল এর ওয়েব সাইটে (grameencall.com.au) গিয়ে একটা একাউন্ট খুলে দশ ডলার জমাদিন তারপর কথা বলুন। পয়সা ফুরিয়ে গেলে আবার জমাদিন।

গ্রামীণ কলের ২য় সুবিধা হলো PayPal এর মাধ্যমে টাকা জমাদেবার ব্যবস্থা। আজকাল অনেকেই PayPal সম্পর্কে জানেন। যারা PayPal এর সাথে পরিচিত নন তাদের জন্য বলছি - PayPal একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংক এর মত প্রতিষ্ঠান। ইন্টারনেট থেকে জিনিসপত্র কেনাকাটা সহজ করার জন্য এর জন্ম। ইন্টারনেটে সম্পূর্ণ অপরিচিত বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেডিট কার্ডে কিছু কেনা খুব নিরাপদ নয়। paypal.com এ গিয়ে একটা

একাউন্ট খুলুন তারপর আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে কিছু টাকা PayPal একাউন্টে ট্রান্সফার করুন, ব্যাস বিশ্ববাজারের দুয়ার খুলে যাবে আপনার সামনে। ebay থেকে কোন কিছু কেনার ব্যাপারে PayPay এর জুড়ি নেই। কিছু দিন আগে ebay থেকে কিছু কিনলে কেবল মাত্র PayPal একাউন্ট থেকে তার মূল্য পরিশোধ করা যাবে এমন একটা নিয়ম চালু করার চেষ্টা হয়েছিল। অষ্ট্রেলিয়াতেও এ বিষয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। ক্রেডিট কার্ড কোম্পানীগুলোর চাপে এটা করা সম্ভব হয়নি। শুধু কেনার জন্য নয়। ইন্টারনেটে কোন কিছু বিক্রী করতে চাইলেও PayPal তুলনাহীন। যারা আপনার জিনিস কিনবে তারা তাদের PayPal একাউন্ট থেকে আপনার PayPal একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করে দেবে। আপনি সেই পয়সা দিয়ে ইন্টারনেট থেকে অন্য জিনিস কিনতে পারবেন, গ্রামীন কল একাউন্টে জমা দিতে পারবেন অথবা সামান্য ফি এর বিনিময়ে PayPal একাউন্ট থেকে আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্টে ট্রান্সফার করে ATM মেশিন থেকে তুলে নিতে পারবেন।

গ্রামীণ কলের ৩য় সুবিধা হলো এখানে আপনার অব্যবহৃত টাকা মাসের শেষে উধাও হয়ে যায় না, তাই এখানে ২৫০ মিনিট মানে ঠিক ২৫০ মিনিট।

গ্রামীন কলের যে সুবিধাটি আমার সবচেয়ে বেশী ভালোলেগেছে সেটি হলো ওদের কল হিস্ট্রি। আপনি কবে কখন কোথায় ফোন করেছেন, কত খরচ হয়েছে সব তথ্য যেকোন সময় ওদের ওয়েব সাইটে গিয়ে দেখেনিতে পারেন যা ফোন কার্ডের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

স্পিড ডায়াল, PayPal, সঠিক মিনিট, কল হিস্ট্রি, পরিস্কার লাইন সবকিছু মিলিয়ে আমি grameencall.com.au এর একজন অত্যন্ত সন্তুষ্ট গ্রাহক।